Elimination of Metaphysics

Shiben Kumar Sarkar

Study Materials for Sem-I (Minor Course)

Code: PHIL1021

Course Title- Philosophy: Indian and Western-I

***

কারও কারও মতে – অধিবিদ্যা সম্ভব নয়। এজন্য তাঁরা অধিবিদ্যা দূরীকরণের কথা বলেন। কেন এঁরা অধিবিদ্যা দূরীকরণের কথা বলেন, বা অধিবিদ্যা দূরীকরণ সম্ভব কিনা এসব আলোচনা করতে গেলে নিম্নোক্ত কথাগুলি অগ্রাহ্য করা চলে না।

> গ্রন্থাগারে গিয়ে কোনো বই (যথা, ধর্ম বিষয়ক বা অধিবিদ্যা বিষয়ক বই) নিয়ে দেখ, গ্রন্থটিতে সংখ্যা বা পরিমাণ সম্বন্ধে কোনো বিশুদ্ধ (অবরোহী) যুক্তি আছে কিনা। (বা গ্রন্থটিতে পূর্বতঃ সিদ্ধ বিশ্লেষক বাক্য আছে কিনা)। দেখলে, - নেই। তাহলে দেখ, এতে কোনো অনুভব নির্ভর (আরোহী) যুক্তি আছে কিনা। (বা গ্রন্থটিতে পরত সাধ্য তথ্যজ্ঞাপক বাক্য আছে কিনা)। দেখলে, - নেই। তাহলে গ্রন্থটিকে অগ্নিতে আহুতি দাও, কেননা সেক্ষেত্রে গ্রন্থটিতে ভ্রান্তি ও কূটতর্ক ভিন্ন আর কিছুই থাকতে পারে না।

এ বিখ্যাত, প্রায়স – উদ্ধৃত কথাগুলি দৃষ্টিবাদী হিউমের বই থেকে নেওয়া। হিউমের মতে কেবল দু'রকম বিজ্ঞান সম্ভবঃ বিমূর্ত বিজ্ঞান (Abstract Science), যথা — গণিত ও যুক্তি বিজ্ঞান, আর প্রাকৃত বিজ্ঞান(natural science)। এই দু'রকমের বিজ্ঞান ছাড়া অন্য কোনো তৃতীয় প্রকারের বিদ্যা সম্ভব নয়, সুতরাং অধিবিদ্যাও সম্ভব নয়। সহজভাবে বলা যায় — হিউমের মতে কেবল দু'রকমের বাক্য সম্ভবঃ পূর্বত:সিদ্ধ বিশ্লেষক বাক্য, আর পরতসাধ্য সংশ্লেষক বাক্য। এ দু'রকমের বাক্য ছাড়া অন্য কোনো তৃতীয় প্রকারের বাক্য সম্ভব নয়। সুতরাং আধিবিদ্যক বাক্যও সম্ভব নয় —কেননা আধিবিদ্যক বাক্য পুর্বতঃসিদ্ধ বিশ্লেষক নয়, আবার পরতসাধ্য সংশ্লেষকও নয়।

অধিবিদ্যা বিরোধী মতের নমুনা হিসাবে আমরা হিউম থেকে একটি উদ্ধৃতি নিয়েছি। তবে কাণ্টও মনে করেন — অধিবিদ্যায় যেসব বিষয়ের আলোচনা করা হয় (যথা, আত্মার স্বরূপ, ঈশ্বরের অস্তিত্ব, ইত্যাদি) সেসব অতিন্দ্রিয় বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন সম্ভব নয়।

কেবল কাণ্ট, হিউম নয়, প্রাচীন গ্রীক-সংশয়বাদী – যথা, পাইরো (Pyrrho) থেকে শুরু করে ১৮, ১৯ শতকের দৃষ্টিবাদী ও দৃষ্টিসত্ত্ববাদী বিরোধিতা করেছেন, অর্থাৎ অধিবিদ্যা দূরীকরণের কথা বলেছেন।

সাম্প্রতিক কালের একদল দার্শনিক গোষ্ঠী (যথা, যৌক্তিক দৃষ্টিবাদী, Logical Positivists) নতুনভাবে অধিবিদ্যার অসম্ভবপরতা প্রতিপাদন করতে সচেষ্ট হন। অধিবিদ্যা যে অসম্ভব – এটা যৌক্তিক দৃষ্টিবাদী দর্শনের একটা মুখ্য তত্ত্ব।

অন্যান্য দার্শনিকরা যে অধিবিদ্যাবিরোধী যুক্তই দিয়েছেন তার সঙ্গে যৌক্তিক দৃষ্টিবাদী যুক্তির গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য আছে। প্রাচীন গ্রীক সংশয়বাদী থেকে কাণ্ট পর্যন্ত বিভিন্ন অধিবিদ্যা বিরোধীদের মূল বক্তব্য মোটামুটিভাবে এই রকমঃ অধিবিদ্যার বিষয়বস্তু অতীন্দ্রিয় বিষয়। ইন্দ্রিয়ানুভব দিয়ে বা ইন্দ্রিয়বুদ্ধি দিয়ে এ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা যায় না। কাজেই আধিবিদ্যক বাক্য মিথ্যা, বা এরূপ বাক্য সত্য না মিথ্যা তা নির্ণয় করা সম্ভব নয়। বস্তুত মানুষের জ্ঞানের যে সীমা তার অপর পারে কী আছে বা আদৌ কিছু আছে কিনা তা জানা সম্ভব নয় — কেননা আধিবিদ্যক বাক্য পূর্বত সিদ্ধ বিশ্লেষকও নয়, আবার পরতসাধ্য সংশ্লেষকও নয়।

অধিবিদ্যা বিরোধী মতের নমুনা হিসাবে আমরা হিউম থেকে একটি উদ্ধৃতি নিয়েছি। তবে কাণ্টও মনে করেন — অধিবিদ্যায় যেসব বিষয়ের আলোচনা করা হয় (যথা, আত্মার স্বরূপ, ঈশ্বরের অস্তিত্ব, ইত্যাদি) সেসব অতীন্দ্রিয় বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন সম্ভব নয়।

কেবল কাণ্ট, হিউম নয়, প্রাচীন গ্রীকদ সংশয়বাদী – যথা, পাইরো (Pyrrho) থেকে শুরু করে ১৮, ১৯ শতকের দৃষ্টিবাদী ও দৃষ্টিসত্ত্ববাদী পর্যন্ত বহু দার্শনিক ও দার্শনিক সম্প্রদায় অধিবিদ্যার বিরোধিতা করেছেন, অর্থাৎ অধিবিদ্যা দূরীকরনের কথা বলেছেন।

সাম্প্রতিক কালের একদল দার্শনিক গোষ্ঠী (যথা, যৌক্তিক দৃষ্টিবাদী, Logical positivists) নতুনভাবে অধিবিদ্যার অসম্ভবপরতা প্রতিপাদন করতে সচেষ্ট হন। অধিবিদ্যা যে অসম্ভব – এটা যৌক্তিক দৃষ্টিবাদী দর্শনের একটা মুখ্য তত্ত্ব।

অন্যান্য দার্শনিকরা যে অধিবিদ্যাবিরোধী যুক্তি দিয়েছেন তার সঙ্গে যৌক্তিক দৃষ্টিবাদী যুক্তির গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য আছে। প্রাচীন গ্রীক সংশয়বাদী থেকে কাণ্ট পর্যন্ত বিভিন্ন অধিবিদ্যা বিরোধীদের মূল বক্তব্য মোটামুটিভাবে এই রকম অধিবিদ্যার বিষয়বস্তু অতীন্দ্রিয় বিষয়। ইন্দ্রিয়ানুভব দিয়ে বা ইন্দ্রিয়বুদ্ধি দিয়ে এ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা যায় না। কাজেই আধিবিদ্যক বাক্য, মিথ্যা, বা এরূপ বাক্য সত্য না মিথ্যা তা নির্ণয় করা সম্ভব নয়। বস্তুত মানুষের জ্ঞানের যে সীমা তার অপর পারে কী আছে বা আদৌ কিছু আছে কিনা তা জানা সম্ভব নয়। অন্যদিকে যৌক্তিক দৃষ্টিবাদীরা একথা বলেন না যে – আধিবিদ্যক বাক্য মিথ্যা বা অনিশ্চিত; কিংবা আধিবিদ্যক (অতীন্দ্রিয়) বিষয়ে জ্ঞান অর্জন সম্ভব নয় — একথাও নয়। এঁদের বক্তব্য হলঃ আধিবিদদের বিরুদ্ধে যৌক্তিক দৃষ্টিবাদীরা এ অভিযোগ আনে না যে — অধিবিদরা সম্ভবপর জ্ঞানের সীমা লঙ্ঘন করে, যা অজ্ঞেয় তার সম্পর্কেও জ্ঞান দাবী

করে। এঁদের অভিযোগ হল – অর্থপূর্ণ বাক্য গঠণ করতে হলে যেসব লঙ্ঘন করে বাক্য গঠন করে। ফলে আধিবিদ্যক উক্তি অর্থহীন হয়ে পড়ে। সংক্ষেপেঃ অধিবিদ্যা অসম্ভব, কেননা – আধিবিদ্যক বাকমাত্রই অর্থহীন। উল্লেখ্য যৌক্তিক দৃষ্টিবাদীরা যখন বলেন যে আধিবিদ্যক বাক্যমাত্রই অর্থহীন তখন তাঁরা "অর্থহীন" বলতে বোঝেনঃ জ্ঞানীয়-অর্থ (cognitive meaning) নেই – এমন। যৌক্তিক দৃষ্টিবাদীদের বক্তব্য হলঃ আধিবিদ্যক বাকের আবেগব্যঞ্জক অর্থ (emotive meaning) থাকতে পারে, কিন্তু জ্ঞানীয় অর্থ নেই।

আধিবিদ্যক বাক্যমাত্রই অর্থহীন এ তত্ত্ব নিঃসৃত হয় আর একটি গুরুত্বপূর্ণ যৌক্তিকদৃষ্টিবাদী তত্ত্ব থেকে — অর্থের যাচাইকরন তত্ত্ব (the verification theory of meaning) থেকে। কাজেই এ প্রসঙ্গে অর্থের যাচাইকরন তত্ত্বটি ব্যাখ্যা করা দরকার। যৌক্তিক দৃষ্টিবাদীরা বলেনঃ কেবল দু'রকম বাক্যের জ্ঞানীয় অর্থ থাকতে পারে — বিশ্লেষক (পূর্বতঃসিদ্ধ, অবশ্যম্ভব) বাক্য ও তথ্যজ্ঞাপক (পরতসাধ্য, সংশ্লেষক) বাক্য। এছাড়া অন্য কোনো তৃতীয় প্রকার বাক্যের জ্ঞানীয় অর্থ নেই। এমন, কোনো বাক্য প্রকৃতই বিশ্লেষক বা পূর্বত সিদ্ধ – অবশ্যম্ভব কিনা তা যুক্তিবৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রয়োগ করে নির্ণয় করা যায়। কিন্তু কোনো ব্যাক্য প্রকৃতই তথ্যজ্ঞাপক কিনা, মানে অর্থপুর্ণ বা অর্থবহ কিনা, তা নির্ণয় করব কি করে? এমতানুসারে — যে অবিশ্লেষক বাক্য অনুভবে যাচাইযোগ্য কেবল তারই জ্ঞানীয় অর্থ আছে। আর যে অবিশ্লেষক বাক্য অনুভবে যাচাইযোগ্য নয় তার জ্ঞানীয় অর্থ নেই। সাধারণভাবে আমরা একথা বলি যে বাক্য যাচাই করতে পারলাম না, তার সত্যতা-মিথ্যাত্ব নির্ণয় করা গেল না। কিন্তু, লক্ষণীয়, যৌক্তিক দৃষ্টিবাদীরা বলেনঃ যে অবিশ্লেষক বাক্য যাচাইযোগ্য নয় তা অর্থহীন (তার জ্ঞানীয় অর্থ নেই)। এ প্রসঙ্গে যৌক্তিক দৃষ্টিবাদীদের গুরু মরিজ শ্লিকের বিখ্যাত উক্তিটি স্মরণীয় —

> কোনো বাক্যের অর্থ হল এর যাচাইকরন পদ্ধতিটি স্বয়ং।

কিন্তু কোনো পদ্ধতি আবার বাক্যের অর্থ বলে গণ্য হতে পারে কি করে? আসলে উক্ত বাক্যের বক্তব্য হল এই —

> কোনো বাক্যের সত্যতা-মিথ্যাত্ব কি করে নির্ণয় করতে হবে (কি পদ্ধতিতে বাক্যটি যাচাই করতে হবে) তা যদি জানা থাকে তাহলে বুঝতে হবে, ঐ ব্যক্তি বাক্যটির অর্থ বোঝে। আর যদি কোনো বাক্য এমন হয় যে, এমন কোনো যাচাইকরণ পদ্ধতি নেই যা দিয়ে বাক্যটির সত্যতা-মিথাত্ব নির্ণয় করা যায়, তাহলে বুঝতে হবে বাক্যটি অর্থহীন।

যথা, ভারতের রাষ্ট্রপতির বসবার ঘর সোনা দিয়ে ঘোড়া — এ বাক্যের সত্যতা-মিথ্যাত্ব আমরা এখনও পর্যন্ত নির্ণয় করিনি; কিন্তু কিভাবে নির্ণয় করতে হবে জানি। কিন্তু ঈশ্বর সর্বজ্ঞ, ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা, গতিই সৎ স্থিতি অলীক, আমি ও আমার ধারণা ভিন্ন সবই অসৎ।

— এসব বাক্যের সত্যাসত্য যে নির্ণয় করতে পারিনি কেবল তা নয়। কি পদ্ধতিতে এদের সত্যতা-মিথ্যাত্ব নির্ণয় করতে হবে তা-ও জানি না। শুধু তাই নয়, যারা এ-জাতীয় উক্তি করে তারা এমন কোনো যাচাই-করন পদ্ধতির সন্ধান দিতে পারে না, যা প্রয়োগ করে এদের সত্যতা মিথ্যাত্ব নির্ণয় করা যেত। সুতরাং এ জাতীয় বাক্যের জ্ঞানীয় অর্থ নেই।

দেখা গেল — অর্থের যাচাইকরনতত্ত্ব অনুসারেঃ

যদি কোনো বাক্য বিশ্লেষক হয়, অথবা

বাক্যটি যাচাইযোগ্য হয়,

তাহলে এবং কেবল তাহলে বাক্যটির জ্ঞানীয়

অর্থ আছে, নতুবা, বাক্যটি অর্থহীন বাক্য, ছদ্ম-

বিবৃতি, প্রকৃত বিবৃতি নয়।

ওপরে যা বলা হয়েছে এভাবে সংক্ষেপে তার পুনরাবৃত্তি করতে পারি। আধিবিদ্যক বাক্য অর্থহীন — এ তত্ত্ব নিঃসৃত নিম্নোক্ত মতবাদ বাক্য অর্থহীন — এ তত্ত্ব নিঃসৃত নিম্নোক্ত মতবাদ দুটি থেকেঃ বাক্য দু'প্রকার — পূর্বত সিদ্ধ-বিশ্লেষক ও পরতসাধ্য –সংশ্লেষক, যে অবিশ্লেষক বাক্য অনুভবে যাচাইযোগ্য নয় তা অর্থহীন।

তার মানে, আধিবিদ্যক অর্থহীন, কেননা –

এ-জাতীয় বাক্য বিশ্লেষকও নয় আবার যাচাইযোগ্য নয়।

যৌক্তিক দৃষ্টিবাদী মতটি মূলতঃ হিউমের মতেরি পুনরুক্তি, হিউমের দৃষ্টিভঙ্গি আর যৌক্তিক দৃষ্টিবাদীদের দৃষ্টিভঙ্গি প্রায় অভিন্ন। হিউমের মত যৌক্তিক দৃষ্টিবাদীরাও বলেন - বাক্য দু'রকমের — পূর্বত সিদ্ধ-বিশ্লেষক ও পরত সাধ্য-সংশ্লেষক, তৃতীয় প্রকারের কোনো বাক্য সম্ভব নয়। তবে যৌক্তিক দৃষ্টিবাদীরা অধিবিদ্যা বিষয়ক গ্রন্থকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করার কথা বলেন না। কেননা, এঁদের মতে অধিবিদ্যা একেবারে মূল্য হীন নয়, কেননা আধিবিদ্যক বাক্যের জ্ঞানীয় অর্থ না থাকলেও আবেগব্যঞ্জক অর্থ আছে। কাব্যগ্রন্থের মত, অধিবিদ্যার গ্রন্থও আমাদের আনন্দ দিতে পারে, সান্ত্বনা দিতে পারে।

সমালোচনা — প্রশ্ন হল অধিবিদ্যা সম্পর্কে যৌক্তিক দৃষ্টিবাদী মতটি কি গ্রহনযোগ্য? বিংশ শতকের দার্শনিক W.V.O. Quine বলেন, এমতটি গ্রহনযোগ্য নয়। কারন, অধিবিদ্যার অসম্ভবপরতা তত্ত্বটির ভিত্তি হল — অর্থের

যাচাইকরন তত্ত্ব। কোয়াইনের মতে, অর্থের যাচাইকরন তত্ত্বটিকে মেনে নেওয়া যায় না। কারন, তাঁর মতে কোনো বিবৃতি এককভাবে (singly) ইন্দ্রিয়ানুভবের মোকাবিলা করে না; বরং কোনো বিবৃতি বা বৈজ্ঞানিক তত্ত্বপ্রস্তাবগুলো ইন্দ্রিয়ানুভবের মোকাবিলা করে দলবদ্ধভাবে। কিন্তু অর্থের যাচাইকরন তত্ত্বানুসারে একটি বিবৃতি এককভাবে ইন্দ্রিয়ানুভবের মোকাবিলা করে। তাঁর একটি সংশ্লেষক বিবৃতি যেমন সর্বদায় অসমর্থিত (disconfirmed) হওয়ার আশঙ্কায় ভোগে তেমনি একটি বিশ্লেষক বিবৃতিও ক্ষেত্র বিশেষে অসমর্থিত হওয়ার আশঙ্কায় ভোগে। কোয়াইনের মতে, যৌক্তিক দৃষ্টিবাদীরা যেমন, গণিত ও যুক্তিবিজ্ঞানের মতো বিশ্লেষক বাক্যকে অসংশোধনীয় (immune to revision) বলে মানেন — সেকথা মানা যায় না। কেননা, ক্ষেত্র বিশেষ তথাকথিত অসংশোধনীয় বিবৃতিগুলোও সংশোধনযোগ্য অর্থাৎ, বিশ্লেষক বিবৃতিগুলোও সংশ্লেষক বিবৃতির মত সংশোধনযোগ্য। সুতরাং আলাদা করে বিশ্লেষক বিবৃতিকে মানা যায় না। অতএব, বিশ্লেষকও সংশ্লেষক বিবৃতির মধ্যে কোনো পার্থক্য টানা যায় না। অর্থাৎ, অর্থের যাচাইকরন তত্ত্বকে মানা যায় না।